উপহার

শ্রীযুক্ত

এই

ভক্তিরত্নমালা

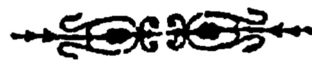
গ্রন্থখানি

শ্রী

ভক্তিরত্নমালা

ব.

(অপূর্ব্ব সাধন সঙ্গীত)



শ্রীগুরুদাস* আশুতোষ সরকার বিরচিত

প্রকাশক—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ
৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

দক্ষিণা—৳০, বাঁধাই—১৲।

* শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী শ্রীগুরুদেব আমার শ্রীগুরুগানগুলি শ্রবণে মোহিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক মহামূল্য রাজমুকুট অপেক্ষাও মূল্যবান্ এই "শ্রীগুরুদাস" খেতাবটি আমার ন্যায় দীনহীনের রুক্ষ শিরে পরাইয়া দিয়া আপনারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"গ্রন্থকার"

প্রিণ্টার—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ,
রুদ্রপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—(১) প্রকাশকের নিকট
(২) শ্রীদেবকীনন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ কার্য্যালয়
৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তকালয়।

উৎসর্গ পত্র

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

শ্রীগুরু-পরমানন্দ-পরমব্রহ্মের কৃপায় আমার ন্যায় বিমূঢ় জনেও যখন সুগভীর শ্রীগুরুতত্ত্ব সঙ্গীতাকারে প্রচার করিতে প্রয়াসী তখন তাঁহার কৃপায় সকল অসম্ভবই সম্ভব; বোবাও বাচাল হইতে পারে এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? সেই অবাঙ্মনস-গোচর পরমব্রহ্মের সাকার প্রতিমূর্ত্তিই শ্রীগুরুদেব; যাঁহার কৃপায় মাদৃশ জীবাধম তাঁহার মহিমা-রত্নাকর হইতে এই সামান্য দুইচারিটী যথানামিত-রত্ন উত্তোলনপূর্ব্বক, ভক্তি-সূত্র দিয়ে এই ক্ষুদ্র "ভক্তিরত্নমালা"টী গ্রথিত করিয়া কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ অন্তঃকরণে তাঁহারই ভুবনবন্দ্য শ্রীচরণাম্বুজে অর্পণ করিল।

দীনহীন—শ্রীআশুতোষ সরকার।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার প্রণীত "ভক্তিরত্নমালা" নামক ক্ষুদ্র গানের বইখানি পড়িলাম। হয়তঃ আজকালকার নূতন কাব্যকুসুমামোদী তরুণেরা পাড়াগাঁয়ের এই ক্ষুদ্র গীতি-মালিকাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু আমরা সেকাল আর একাল এই দুই যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া,—সুতরাং প্রাচীনকে একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না; আমাদের কানে রাম প্রসাদের সুরটা এখনও বাজিতেছে। সে যুগে কাব্যের শিল্প, শব্দদ্বারা চিত্রাঙ্কন, বাগাড়ম্বর এবং ভাষা-পল্লবের নানা লীলা-খেলা—এসকল কিছুই ছিল না। কিন্তু সে যুগের কবিত্বের প্রেরণা দিত ভক্তি; মনের আবেগে—প্রাণের বেদনায় যে সকল গান স্বাভাবিকভাবে রচিত হইত, তাহার সুর শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিত। আশুবাবু সেই বঙ্গপল্লীর চিরপরিচিত ভক্তির সুরটি তাঁহার গানে আনিয়াছেন। খাঁটি বাঙ্গালীর এগুলি নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে, যেহেতু এই কথা পুরাতন হইয়া বাঙ্গালীর কাছে নিত্য নূতন। আশুতোষের প্রাণে ভক্তি আছে—তাই তিনি যখন তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে বলিতেছেন—"মাগো! তোমাকে ধনবান ভক্ত কত হীরা মুক্তা দিয়া তোমাকে সাজান, আমি তাহা কোথায় পাইব? গরীবের কোন মূল্যবান সরঞ্জাম নাই, আছে তাহার দুই ফোঁটা অশ্রু, তাহাই দিয়া তোমাকে সাজাইব। মাগো! কেহ বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া, ধূপদীপ নৈবেদ্য সাজাইয়া তোমার আরতি করে, কত মন্ত্র তন্ত্র পণ্ডিতেরা উচ্চারণ করেন, আমি সে সকল পাইব কোথায়? আমি কেবল "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিতে জানি। তখন বাঙ্গালী—প্রাণের সেই মর্ম্মকথা শতবার শোনার পর আর একবার শুনিতে ইচ্ছা করে। কখনও কখনও তিনি

বলিতেছেন "মা তুই তো আমাকে ইচ্ছা করিলে হাসাইতে পারিস্, কাঁদাইতে পারিস্, তবে আমাকে জীবন ভোর কাঁদাইতেছিস কেন ? আমার কান্না শুনিতে কি তোর এতই ভাল লাগে ?" কখনও কখনও রণরঙ্গিণীর নৃত্যের তালে তালে তিনি আত্মহারা হইয়া যোগ দিয়া বলিতেছেন—

"নাচ নানা রঙ্গে গো মা, খেল নানা রঙ্গে।
যথা জলনিধি, নিরবধি তরঙ্গে তরঙ্গে ॥"

এই গানের সুর বাঙ্গলার আকাশ বাতাস ঘিরিয়া আছে। বঙ্গের তরুলতা কতযুগ ধরিয়া নিস্পন্দ হইয়া এই সকল গান শুনিয়া আসিতেছে। আজ বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে আমরা প্রাচীন ভাব সম্পদকে উপেক্ষা করিব না। এই ভক্তি, এই প্রেম, এই আত্মসমর্পণই বঙ্গদেশের বিশেষ সম্পদ, ইহা যেদিন চলিয়া যাইবে—তখন বাঙ্গলা দেশকে আর কেহ চিনিতে পারিবে না। গঙ্গার উপকুলে তখন একটী মন্দিরও থাকিবে না, মিলের ধোঁয়ায় গঙ্গাতীর আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে – সেই নীল শাড়ী যাহা সুন্দরীর ক্ষীণ দেহে রূপলাবণ্য অশেষরূপে বাড়াইয়া দিত, সেই নীল শাড়ীর শেষ আঁচলটুকু আর পাওয়া যাইবে না, তৎস্থলে মার্কিন বস্ত্রের কুঞ্চিত গেলাপের মত গাউন ও সোনার সিঁথিপাটির স্থলে খড়ের টুপি আসিয়া স্থান লইবে। এই গানগুলি আমাদের হারাণো অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধান দিতেছে। মা মা বলিয়া এই যে কাঁদিবার প্রবৃত্তি, তাহা বাঙ্গালীর রক্তগত। এখন কাঁদিবার সময় যেরূপ আসিয়াছে, বহুদিন, তেমন সময় হয় নাই। এই পুরাণা ঝুরিটি পাইয়া এজন্য আমরা সান্ত্বনা পাইয়াছি।

বেহালা— } শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন
২৪।৬।৩২

সূচীপত্র

বিষয় বর্ণমালানুসারে			পৃষ্ঠা
অন্ধত্ব মোর কর মোচন	...	...	২১
আনন্দময়ি মা জননি	...	...	৫৯
আপনি গাও আপনি বাজাও	...	...	৬০
আমার এ জীবন তরণী	...	...	৭২
আমায় করে নে মা খাঁটি	...	...	৫৩
আমায় বেদম করে	...	...	৬৬
আমি কি তোর সৃষ্টি ছাড়া	...	...	৪৯
আয় রে রসনা	...	...	৫
আয় মন বেড়াতে যাবি	...	...	৬৫
আর কতক্ষণ	...	...	৩৪
আর কেন মন	...	...	৭৪
উদ্ধার জননি	...	...	৩
এই যে মা তোর	...	...	৬৮
একবার আয় মা দনুজদলনি	...	...	৪৩
এস মা, এস মা	...	...	২
ও কে আইল রণে	...	...	৩২
ওরে মূঢ় মন	...	...	৫৬
কত আর ঘুরাবি গো মা	...	...	২৪

সূচীপত্র

বিষয় বর্ণমালানুসারে			পৃষ্ঠা
কবে হবে আমার পরম সাধন	...	...	৬
করতালি দি	...	...	৫৭
কাজ কি রে মন যোগে যাগে	...	...	৬৩
কানের কাছে	...	...	৮
কি ঘুম পাড়ায়েছিস্ মোরে	...	...	৫৫
কিঞ্চিদপি কৃপা কুরু	...	..	১,৭৫
কি হবে কি হবে	...	...	৪৪
কে জানে মা তুমি কেমন	...	...	৫২
কেন আমায় কাঁদাস্ এত	...	...	৪১
কোটী ব্রহ্মাণ্ড	...	...	৩১
কোলে আয় আর	...	...	৩৮
খেলায় মত্ত আছি বলে	...	...	৪৮
গুরু আমার সবার বড়	...	...	১২
গুরুনাম সুমধুর নাম	...	...	৫১
গুরু প্রেমে মাতিয়া	...	...	৪৫
গুরু বিনা গতি নাই	...	...	৩৫
চোখে চোখে রাখবো তোমার	...	...	৭৬
ছাড়িস্ না মন কান্নাকাটি	...	...	৬১
ছুটে গিয়ে পড় না লুটে	...	...	২৩
তিলেক দাঁড়া মা	...	...	৪৬

সূচীপত্র

বিষয় বর্ণমালানুসারে			পৃষ্ঠা
তুই করিস্ মা দিনে ডাকাতি	...	...	৫০
তুমি হে কেশব	...	...	১৯
তুমিই গো মা শ্যামা	...	...	১৫
তোমায় আমায় রৈলো আড়ি	...	...	৬৯
তোমায় কিরূপে পাব	...	...	৪৭
দীন তারিণি	...	...	২২
না-ডুবে মায়ের নাম সাগরে	...	...	৩৭
নাচ নানা রঙ্গে	...	...	৪০
নিজ কর্ম্ম ফলে	...	...	৬৭
নিবেদন ঐ শ্রীচরণে	...	...	৭১
নীল গগনে	...	...	২৭
নেহার নেহার	...	...	৪২
পাঁচ ভূতে যুক্তি	...	...	১১
প্রভু চরণ ছায়া দানে	...	...	৭০
বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা	...	...	২৫
ব্যাকুল প্রাণে	...	...	৪
ভক্তি কর মন	...	...	৩৯
ভক্তি বারি যদি পেতাম	...	...	৩০
মন ভ্রমরা বলি তোকে	...	...	১৬
মরিতে ডরি না শ্যামা	...	...	৬৪

সূচীপত্র

বিষয় বর্ণমালানুসারে	পৃষ্ঠা
মা আমি তোকে ভালবাসি	৫৮
মা গো মা	৩৬
যদি লাভ না হ'লো	১৭
রঙ্গিয়ে নে	২৬
রাধা গোবিন্দ	১০
শঙ্কর দেবাদিদেব	১৪
শঙ্কর যোগীবর	২৮
শান্তি দে মা শান্তিময়ি	৭৩
শুনবি আমার মায়ের কি গুণ	৭
শোন্ ত বলি	১৩
শ্যামা নামের বন্যা	৫৪
শ্রীগুরু চরণে	২৯
হর হর ঘোর আঁধার	৩৩
হরি হরি হরি বোলে	২০
হরি তোমাময় বিশ্ব	৯
হরিবোল, হরিবোল	১৮
হরি হরি হরি	৬২

ভক্তিরত্নাবলী

প্রস্তাবনা

॥গুরু-শ্রীচরণে নিবেদন

রাগিনী মিশ্রসুরট—কাওয়ালি

গুরু—কিঞ্চিদপি কৃপা কুরু কৃপাময় ।
ওগো অধমতারণ, পতিতপাবন,
নাম যে তোমার দয়াময় ॥
যদি, গুণী দেখেই দয়া কর,
ওহে সর্ব্বগুণাকর,
তবে আমার মত গুণহীনের কৈ উপায় ?
তুমি নিরুপায়ের উপায় প্রভু,
রাখ আমায় রাঙ্গা পায় ॥
তোমার কৃপায় তোমার সাধন,
ওগো আমার সাধনার ধন,
নতুবা অসাধ্যসাধন জীবের কিগো হয় ?—
তুমি অ-ধর হ'য়ে দাও হে ধরা
ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাময় ॥
দীন আশুতোষের এই মিনতি,
দাও হে আমায় অব্যাহতি,
ভক্তি মুক্তি দাতা ত্বং হি দেহি ভকতি,—
শুনি—"ভক্তিভরে" ভজলে পরে
তোমার না-কি দয়া হয় ॥

আবাহন

রাগিনী সুরট মল্লার– একতালা

এস মা, এস মা, পরাণ প্রতিমা,
ব'স মা, ব'স মা, মানস মন্দিরে।
আমি—বিছায়ে রেখেছি, হৃদিপদ্মখানি,
একবার, ব'সমা জননি, ব'স কৃপা ক'রে ॥
সর্ব্ব-দেবারাধ্য-শ্রীচরণ-রেণু, স্পর্শিয়া পবিত্র করিব এ তনু,
আমার পাপ-তমোরাশি, (ওমা) কোথায় যাবে ভাসি,
তুমি পূর্ণশশী উরিলে অন্তরে ॥
কেহ সাজায় তোমায় রত্ন-আভরণে,
কেহ গন্ধেপুষ্পে, কেহ ভক্তি প্রেমে,
আমি নিরূপায়, কিছুই তো মা নাই,
কি দিয়ে সাজাই তোমারে—
(ওমা) ও রূপলাবণ্যে সাজে কি মা সাজ ?
তথাপি বাসনা সাজাইতে আজ,
(আমায়) দেমা তোর শ্রীপদ, ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত,
আমি সাজাব যতনে অশ্রু-মুক্তাহারে ॥
কেহ—করে বাদ্যভাণ্ড বন্দনা আরতি,
হোম যাগ, যজ্ঞ, পূজা স্তব স্তুতি,
আবার—সাধু সন্তগণ করেন প্রণতি, প্রণব ওঁকারে ঝঙ্কারে—
আমি জানি না মা পূজা, বেদ, বিধি, তন্ত্র,
জানি মাত্র ওমা মা বলা এই মন্ত্র,
তাই—মা, মা, ব'লে ডাকি, আর চেয়ে চেয়ে দেখি,
তুমি রুষ্ট কি সন্তুষ্ট আশুতোষোপরে ॥

প্রার্থনা

স্বরট মল্লার—একতালা

উদ্ধার জননি, পতিতপাবনি,
মায়া অন্ধকূপে আছি নিপতিত।
আমার—নাই মা সাধন বল, (আমি) অনাথ অবল,
বল মা তারা বল, কি হবে বিহিত ॥
বাসনা জঞ্জালে ঢাকা স্তরে স্তর, ভেদিতে শকতি নাহি
(মা আমার) অতঃপর
(তায়ে) ছয় রিপু প্রবল, টানি নিরন্তর,
পাপ পঙ্কে আমায় করে নিমজ্জিত ॥
সদা হা হুতাশ, নানা গণ্ডগোল, (আমায়) করেছে উন্মনা
করেছে চঞ্চল,
আত্মহারা তায়, কুচিন্তা সদাই,
অচিন্ত্যরূপিণি কর মা নিশ্চিন্ত ॥
তুমি মা আনন্দ, তুমি পুণ্যভূমি, তুমি মা সর্ব্বস্ব তুমি অন্তর্য্যামী,
আমার কি আছে অন্তরে, জানত' মা তুমি,
জেনে শুনে কেন বিস্মৃত ?—
আমার জিহ্বাযন্ত্রে বেঁধে দে মা সুর,
তারা, তারা, তারা, বাজুক সুমধুর,
ওমা তারহীন এ বীণা, তারা তো বলেনা ?
একবার—ভক্তিতারে বেঁধে কর না ঝঙ্কৃত ॥

মুলতান—একতালা

ব্যাকুল প্রাণে, একাকী গোপনে,
ওমা—আইনু তুঁহারি শরণে।
একবার—খোল মা তোমার, মন্দির দুয়ার,
আমি—পূজিব শ্রীপদ যতনে॥
স্বখাদ সলিলে ডুবানু সকল,
কা'র কাছে কাঁদি কারে বলি বল,
(আমার) অনুতপ্ত হৃদি কাঁদে অবিরল,
হাসে শত্রুদল সঘনে॥
চিন্তাখরস্রোতে তৃণখণ্ড সম,
কোথা যায় ভেসে ব্যর্থ প্রাণ মম,
ভয়ে সজ্ঞা হারা, ভেবে পরিণাম,
বেঁচে আছে শুধু প্রাণে প্রাণে॥
দেখ—ধন-জন-বল পরমার্থ হীন,
রিপুগণ মোরে করি পরাধীন,
যুতে ভবের গাছে, কেবল পাক দিতেছে,
মায়া ঠুলি বেঁধে নয়নে॥
সংসার গারদে যে কষ্টে বসতি,
ওমা সুধাব আর কত নাহি ওর ইতি
ভ্রান্ত আশুতোষে দে মা অব্যাহতি
(একটু) স্থান দিয়ে রাঙা চরণে॥

সুরট মল্লার—একতালা

আয়-রে রসনা, মিলিয়ে দুজনা,
শ্যামা মাকে ডাকি আনন্দ বদনে।
(মায়ের) সুধামাখা নাম, বল্‌বো অবিরাম,
দেখি—সুধানামে ক্ষুধা না মিটে কেমনে?
দিনে দিনে হায় হ'তেছি দুর্ব্বল,
কি জানি কখন হ'ব যে অবল,
তাই—থাকিতে সবল, আয় ডাকি কেবল,
শিবসিমন্তিনি হরমনোরমে॥
অনন্ত-রূপিণি, অনন্ত-মোহিনী,
সর্ব্বশক্তিময়ী ত্রিতাপহারিণী,
নিরুপমা শ্যামা, অপার মহিমা
শমন ত্রাসিত যে নাম শ্রবণে॥
মায়ের নামে, রূপে নাহিরে প্রভেদ,
আয় না মা মা বলি মিটাই মনের খেদ,
আয় না অহর্নিশি, মা নামেতে ভাসি
শান্তিময়ী মায়ের নাম সংকীর্ত্তনে॥
আশুতোষ কয় শুন্‌রে রসনা,
আমার—না আছে ভজনা না আছে সাধনা,
আমার সকলি নির্ভর মায়ের করুণা
শরণ লয়েছি অভয়া চরণে॥

সুরট মল্লার – একতালা

(শ্রীগুরুগান)

কবে হবে আমার পরম সাধন।
শ্রীগুরু শ্রীপদ, পরম সম্পদ, শয়নে স্বপনে, করিব স্মরণ ॥
গুরু-পদ-রজ পরম পদার্থ, কবে শিরে ধরি হইব কৃতার্থ,
দেহ, মন, প্রাণ করিয়া পবিত্র, গুরুপদে নিত্য রহিব লগন ॥
জয়গুরু বলিয়া কবে প্রেমানন্দে,
হাসিব, নাচিব, মাতিব আনন্দে,
ভুলি, অন্য বুলি বদনে আনন্দে,
গাহিব জগতে গুরু-গুণ-গান ॥
কবে যাবে আমার জাতি কুলাচার,
কবে যাবে আমার দম্ভ অহঙ্কার,
শ্রীগুরুমহিমা করিয়া প্রচার,
সফল করিব বিফল জনম ॥
সর্ব্বতীর্থসার গুরুপদাশ্রয়, কবে ভাগ্য ফলে করিয়া আশ্রয়,
গুরুপাদপদ্ম হেরি বিশ্বময়, আনন্দ সাগরে রহিব মগন ॥
গুরুপদোদ্ভবা প্রেম-ভক্তি রসে,
আমার আমিত্ব কবে যাবে ভেসে,
গুরু পরমব্রহ্ম কবে স্নেহাবেশে
ভ্রান্ত আশুতোষে দিবেন দরশন ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

শুন্‌বি আমার মায়ের কি গুণ ? (ওরে)
মা— ক্ষেপে গিয়ে, লাথি মেরে, বাবাকে ঐ করেছে খুন ॥
ছেলেগুলোর মাথা কেটে
মুণ্ডমালা গলায় এঁটে,
আবার রক্ত খেয়ে ঠোঁটে ঠোঁটে
নাচ্ছে ক্ষেপী দ্রুম্-দ্রুমাদ্রুম্ ॥

অসি-ধরা মুক্তকেশীর
অট্টহাসি শুন্ শুন্ শুন্
যাঁর দম্ভে সারা সৃষ্টি কাঁপে,
পলকে ঝলকে আগুন ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণু মহাধ্যানে
বুঝ্‌তে নারে যাঁর কোনও গুণ—
এ গুণহীন, দীন আশুতোষে
গাইবে বল্ তার কি গুণাগুণ ?

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

কানের কাছে মুখ রেখে তোর,
ডেকে দেখ্‌বো শুনিস্‌ না কি ?
ওমা—তাতে যদি সাড়া না পাই,
বুঝ্‌বো মা তোর সকল ফাঁকি ।

কেউ বলে তুই বিষম কালা,
ডাকা কেবল ঝালাপালা,
তুই ইসারায় কাজ করিস্‌ সারা,
(সবার) মনের কথা মনে রাখি ॥

কেউ বলে মা তুই পাষাণী,
তোর—দয়ামায়ার নাই নিশানি,
ওসব—কথার কথায়, পাই মা ব্যথা,
(বল্‌না)—সত্য কি তোর সব্‌টা ফাঁকি ?
মনে হয় তোর শ্রবণ বীণা, বাজে সুরে বুঝি বাজে না,
আমায়—আসল সুরটী শিখিয়ে দেনা
যতন করে সেধে দেখি ॥

(দীন) আশুতোষ কণ্ঠস্বরে,
সুর বেঁধে দে মা-বোল সুরে,
আমি দেখ্‌বো শুধু যাচাই করে,
তোর—কানে বেজে বাজে নাকি ?

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা

হরি তোমাময় বিশ্ব দেখি' ।
শব্দে, রূপে রসে, গন্ধে পরশে,
বিবিধ প্রকারে পরখি' ॥

শ্যামল তমালে গাহিছে বিহঙ্গ
প্রফুল্ল সরোজে গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ,
হরিত ক্ষেত্রে বিচরে কুরঙ্গ,
তোমারি রঙ্গ নহে কি ?

তোমায় নীলসাগর-লহর গায়,
নিভৃত আঁধার গিরিগুহায়,
হেরি মরুমাঝে প্রতি বালুকায়
তব রূপ মাখামাখি ॥

দেখে যোগী ঋষি আপন ভুলিয়া,
চিদানন্দ রূপ হৃদয় ভরিয়া,
ভ্রান্ত আশুতোষ দেখে না চাহিয়া,
মায়া-বিমোহিত থাকি ॥

ভক্তিরত্নমালা

ইমন—একতালা

রাধাগোবিন্দ, চরণারবিন্দ, ভজ মন অবিরাম।
পরমপুরুষ পরমাপ্রকৃতি, ভুবনভুলানো ঠাম ॥
নিত্যনির্ব্বিকার অরূপ চৈতন্য,
শক্তিরূপা রাধা যে ভাবে সে ধন্য,
সগুণে নির্গুণে অপূর্ব্ব মিলন,
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥

দুহাঁর রূপের নাহিরে তুলনা,
ঝলকিছে যেন তড়িত প্রতিমা,
হৃদয় দর্পণে, ভাবে সন্তর্পণে,
আঁকি, রাখি মনোরম—

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ অহরহ,
ভজ রাধাকৃষ্ণ ভক্তি নিষ্ঠাসহ,
বিমল আনন্দে র'বি নিঃসন্দেহ,
পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

মতিহীন দীন আশুতোষ কয়,
(ওরে) ত্যজরে অনিত্য কর্ম্ম সমুদয়,
ঐ পদাশ্রয়ে লহ রে আশ্রয়,
চিরশান্তি মোক্ষধাম ॥

ভক্তিরত্নমালা

—বাউলের সুর—

পাঁচ ভূতে যুক্তি ক'রে ঘাড়ে চ'ড়ে,
ধরেছে বেশ এঁটে সেঁটে।
কুচক্রী ছয়টা রিপু
কচ্ছে কাবু হুঁস হারাবি গুঁতোর চোটে ॥

হবি তুই দিশে হারা, ভেল্কি পারা,
ভুতভুলনি-নেশার চোটে।
প'ড়ে শেষে মোহ ফাঁদে, মর্‌বি, কেঁদে,
সারা জনম যাবে কেটে ॥

যত সব ভূয়ো মালের, দোকান খুলে,
বসিয়ে রাখে ভবের হাটে
আসলে সবটা ফাঁকি,
বলবো বা—কি, ম'র্‌বি ভুতের বেগার খেটে ॥

শ্রীগুরু মহারাজা, ভুতের ওঝা
ভুত ভাগে যাঁর নামের চোটে
আশুতোষ লওরে শরণ, গুরুর চরণ,
ভূতের ভয় সব যাবে কেটে ॥

ভক্তিরত্নমালা

(শ্রীগুরুগান)

ভৈরবী—একতাল

গুরু আমার সবার বড়, তার বড় কেউ নাই।
নাম শুনে প্রাণ উঠ্‌লো মেতে,
গুণ কেমনে গাই ॥

যাঁর শ্রীচরণ কল্লে স্মরণ,
প্রেমানন্দে হই গো মগন,
তাহার স্বরূপ কিরূপ কেমন,
বলা কি গো যায় ?

গুরু আমার কৃপাসিন্ধু,
কেউ পায় যদি তাঁর একটী বিন্দু,
পার হ'য়ে যায় ভবসিন্ধু
থাকে না বালাই ॥

সর্ব্বতীর্থ যাঁর শ্রীপদে,
সর্ব্বসিদ্ধি যাঁর প্রসাদে,
আয় সবে ভাই প্রেমানন্দে,
তাঁর গুণগান গাই ॥

মিশ্র বেহাগ—একতালা

(ভাল)—শোনত বলি
নিত্যানন্দ ধামে, চল কোনও ক্রমে,
অম্নি যাবে নেমে, স্কন্ধের ঐ ঝুলি ॥

ও পান্থনিবাসী দয়ালু সবাই,
জ্ঞান-ভিক্ষা দিবে দাঁড়াবি যথায়
(জয় রাধাকৃষ্ণ—ভিক্ষা পাই ব'লে মন)
রে মন ভিখারী পাবে যত চাই,
ভুখে রবে নাই, সুখে যাবে চলি ॥

ঐ পথপ্রান্তে বহে শান্তিনদী.
সুখে হংসগণ খেলে নিরবধি,
(ও তার প্রেম তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে মন)
মগ্ন হও তাহে—যাবে ভবব্যাধি,
বিধৌত হইবে সর্ব্বাঙ্গের কালি ॥

সাঁতারি সে নদী যে পারে যাইবে
সেই মোক্ষধাম, অম্নি দৈন্য যাবে,
(পাবি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মন)
ভ্রান্ত আশুতোষ বৃথা কেন তবে,
ঘুরে মর ভবে এ-কুলি সে-কূলি ॥

রাগিণী—সিন্ধু—তাল যৎ

* শঙ্কর দেবাদি দেব, শিব মহেশ।
শূলধারী, ত্রিপুরারি, ভয়হারী, ভবেশ ॥
কভু হর কভু হরি, কভু নর কভু নারী,
হরহরি, হরগৌরী, একেতে হও অশেষ।
যোগীবর ঈশ্বর, ঈশান মহেশ্বর,
হরদিগম্বর—পরমব্রহ্ম পরেশ ॥
দীন, অনাথনাথ, শ্রীকাশী-শ্রীবিশ্বনাথ,
তব পদে প্রণিপাত, করিছে আশুতোষ ॥

* এই সঙ্গীতটীই আমার জীবনে প্রথম রচিত হয়। ১৩ই আশ্বিন সন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কোন কৃষ্ণযাত্রার দলের বেহালা বাদকের এই সিন্ধুসুরে বেহালায় আলাপ করিতে শুনিয়া সুর আয়ত্ত করিয়া রাখি এবং স্মরণার্থ তৎক্ষণাৎ ঐ সুরে এই সঙ্গীতটী রচনাও করি। পরন্তু সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে আমার এরূপ প্রখর ধীশক্তি ছিল যে একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই তাহা মুখস্থ হইয়া যাইত! তবে লেখাপড়া বিদ্যা সম্বন্ধে তদ্বিপরীত বুদ্ধিই ছিল।

ভক্তিরত্নমালা

ভৈরবী—একতালা

তুমিই গো মা শ্যামা, হর-মনোরমা,
সম্পদে, বিপদে সর্ব্বত্র সহায় ॥
সুসময়ে সবে, এ অসার ভবে,
অনুগত রবে—অসময়ে নয় ॥
কুদিনে কুক্ষণে সবই গোলযোগ,
মনে—প্রাণে আমার হ'লো না মা যোগ,
অবিশ্বাসী মন পাইয়া সুযোগ,
শত্রুব্যূহ মাঝে ফেলেছে আমায় ॥
কামের তীক্ষ্ণশরে জর্জ্জরিত দেহ,
ক্রোধের অগ্নিবাণে সর্ব্ব অঙ্গদাহ
সম্মোহন শরে লোভ, মদ, মোহ
অহংকার হুঙ্কারে কল্লে মৃতপ্রায় ॥
আবার—ভুলায়ে আমারে নানা ছলে ছাঁদে,
ফেলে দিলে ওমা পঞ্চভূতের ফাঁদে,
তারা চোখে ঠুলি বেঁধে, সংসার গারদে,
দিবা বিভাবরী কেবলি ঘুরায় ॥
বন্ধনহারিণি সর্ব্বশক্তিময়ী,
শক্তি দে মা তারা হই মা শত্রুজয়ী,
কাতরে করুণা কর ব্রহ্মময়ী
নিগুর্ণ আশুতোষে দে মা পদাশ্রয় ॥

ভক্তিরত্নমালা

(শ্রীগুরুগান)

রামপ্রসাদী—একতালা

মনভ্রমরা বলি তোকে (শোন)
এ বিষময় বিষয়ারণ্যে, বিষ বিনা কি মধু থাকে ?

আছে—সংসার উদ্যানে বটে
কামিনী কুসুম ফুটে,
ওতে শূন্যমধু, আছে শুধু
"বিষ কুম্ভ পয়ো মুখে" ॥

আশুতোষের কথা ধর,
তুচ্ছ কর ঐ দুটোকে
(একবার) উড়ে চল সহস্রারে গুরুপদে লক্ষ্য রেখে ॥

শ্রীগুরুপদকমলে, বসে থাক অনুরাগে,
গাও গুন্ গুন্—গুরুগুণাগুন
আর—পিও মধু, পরম সুখে ॥

রাগিনী ভৈরবী —যৎ

বাউলের সুর

যদি লাভ না হলো, পরম তত্ত্ব, জীবনে কি ফল ?
এমন বাঁচন চেয়ে মরণ ভাল, এগিয়ে দেখি চল্ ॥
হাসি কান্নার ঘরকন্নায়,
বেহুঁস কদিন থাক্‌বি বল্ ।
এর সবটা ফাঁকা, মায়ার চাকা,
শূন্যে ঘুরে অবিরল ॥
জিজ্ঞাসিলে, সবাই বলে,
(হেথা) ভুগতে আসা কর্ম্মফল ।
কিন্তু—খোঁজে না কেউ পরম পুরুষ
যে কর্ম্ম দেখে দিচ্ছে ফল ॥
আশুতোষ কয় জল্‌দি চ' ভাই
(যারা) আমার মত নিঃসম্বল ।
শুধু বদন ভরে বল্‌রে কেবল
বোল হরি বোল হরি বোল ॥

হিন্দুস্থানী দাদ্‌রা

(ভর্‌নে দে গাগরী এই স্থরে)

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,
বোল হরি বোল মন।
ছোড়ো ঝক্‌মারি, এ দুনীয়াদারি,
কেঁও তুঁ হো হায়রাণ ॥
হরি প্রেম্‌সে ভজ, আউর কাম ধাম সব ত্যজ,
কুছ্‌ নেহি মজা, এ চন্দ্‌রোজা, *
সব ধনজন আউর যৌবন ॥
এক হরি নামই সাঁচ্চা,
আউর নেহি কুছ্‌ আচ্ছা,
এই দেনা লেনা রোনা ধোনা,
অনিত্‌ অকারণ ॥
লাগি গুরুপদারবিন্দে,
দীন আশুতোষ আনন্দে,
করো প্রেম্‌সে, জান্‌সে,
মন্‌সে হরি নামসংকীর্ত্তন ॥

* চন্দ্‌রোজা = দুচা'র দিনের জন্য।

সুরট মল্লার—একতালা

তুমি হে কেশব, তোমাতেই সব,
সৃষ্টি সমুদ্ভব, বিশ্ব বিমোহন।
ত্রিলোক নায়ক, ত্রিলোক পালক,
ত্রিলোক তারক, ত্রিদিব রঞ্জন ॥
সর্ব্বভুত গত তুমি হে শ্রীধর,
পুরুষ প্রকৃতি ভুবন সুন্দর,
জ্ঞান, ভক্তি, ভাব আচার বিচার
স্থূল সুক্ষ্ম তুমি পরম কারণ ॥
সরল, রসাল, কঠিন নীরস,
শব্দ, রূপ, রস, বাস ও পরশ,
সুবাস, নির্বাস, অশেষ বিশেষ,
শেষ তোমার কে করে বর্ণন
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম তুমি কর্ম্মকার,
তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম নিত্য নির্ব্বিকার,
নিজে তুমি পথ পথিক আবার
সারাৎসার ওহে নারায়ণ—
তুমি তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান উপাসনা,
কার সাধ্য করে স্বরূপ বর্ণনা,
দীন আশুতোষ, ক্ষীণ রসনা,
গায় তবু প্রভু তব গুণ গান ॥

ভক্তিরত্নমালা

—বাউলের সুর—

হরি হরি, হরি বোলে রহরে চেতন।
অনিত্য চিন্তাতে মন, কেনরে মগন?
বিশ্বময় বিশ্বব্যাপী,
বহু রূপে বহু রূপী,
সাধুসন্ত পাপীতাপী, সকলের জীবন॥
দয়াল পিতা দয়ার সাগর,
চিন্তা কি মন কেন কাতর,
ঝাঁপ দিয়ে পড়, ডুবে যা তল
পা'বি রে রতন॥
তাঁরি রূপ সর্ব্বঘটে,
হাটে বাটে গোঠে মাঠে
আশুতোষ কয় হৃদয় পটে
কর দরশন॥

বেহাগ খাম্বাজ—লপেটী

(ওমা) অন্ধত্ব মোর কর মোচন,
কৃপা কটাক্ষে।
একবার দেখবো তোমার,
স্বরূপ কি রূপ আমি স্বচক্ষে ॥
কি রাত্র কি দিনমান, (আমার) শোয়া-বসা সব সমান,
এ কষ্ট কি মা কম ?
ওমা—অন্ধেই বুঝে অন্ধের বেদন,
থাকি আমি কি দুঃখে ॥
অন্ধে ঘৃণা সবার প্রচুর,
তাড়া দেয় ঐ দূর্ দূর্ দূর্
আমার মৃত্যুও যে দূর ?
আবার অন্ধের সাথি অন্ধ হ'লে,
আর কি গো থাক্‌বে রক্ষে ?
আমি অন্ধ, মন্দ আর অনাথ,
কর আমায় শুভ দৃষ্টি পাত,
করি প্রণিপাত,
দয়াময়ী নাম শুনে মা
এসেছি তোর সমক্ষে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

দীন তারিণি, দুর্গতি হারিণি,
পতিত পাবনি, সুগতি দায়িনি,
মহামায়া-মায়া-বন্ধন-কারিনি,
মায়ার বন্ধন-হারিণী জননি ॥
ভবার্ণবে তুমি অব্যক্ত অরূপ,
ভাবের আবেশে হও মা স্বরূপ,
ভাবে প্রেমোদয় আঁখি ভেসে যায়,
ওমা ভাবময়ি অচিন্ত্যরূপিণি ॥
মানসে সাজায়ে ওমা ভবরাণি,
করি আরাধনা শ্রীপদ দু'খানি,
আনন্দে রসনা, করে মা বন্দনা
নমো নমো নমো নমঃ নারায়ণি ॥
গুণিগণ গায় তুমি জ্ঞানাতীতা,
আমি তো বুঝিনা তুমি মা কিম্ভূতা,
নীল-পীত শ্বেত, সীতা কি অসিতা,
স্বরূপ, অরূপ কিরূপ লাবণী ?
শয়নে স্বপনে জাগ্রতে কি ভাবে,
মা মা বলে মত্ত থাকি যেন ভবে,
ভ্রান্ত আশুতোষে, ভ্রান্তি মায়াপাশে,
বেঁধনা জননি বন্ধন-নাশিনি ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—কাওয়ালী

ছুটে গিয়ে পাড়না লুটে, গুরুর পায় (ওমন) ।
ঐ অভয় চরণ, শরণ বিনা, জীবের যে আর গতি নাই ॥
অহংকারে হ'য়ে মত্ত,
ভুলে গেলি ব্রহ্মতত্ত্ব,
পরম তত্ত্ব—সকলি ঐ গুরুর পায়—
তুই গুরুপদে, প্রাণ সঁপে দে, ভব বন্ধন রবে নাই॥
ধনে, জনে, ছলে বলে,
বিদ্যা বুদ্ধি সুকৌশলে,
কোনও কালে পরম তত্ত্ব মিলে নাই—
ও সে এম্নি মিলে, বিনামূলে,
গুরুর যদি কৃপা হয় ॥
শ্রীগুরুর করুণা বিনা,
পরম তত্ত্ব আর পাবি না,
দীন আশুতোষের প্রার্থনা, তাই শুন ভাই—
গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্
প্রেমানন্দে গাও সদাই ॥

— রামপ্রসাদী সুরে—

কত আর ঘুরাবি গো মা
তুই কাটাস্ যদি তবেই কাটে,
নৈলে কারুর ঘোর কাটে না ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
কত ঘুরি নাই ঠিকানা—
ওমা তুমিই গড়, তুমি ভাঙ্গো,
তুমিই মা তোমার উপমা ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী.
আমরা তোমার যন্ত্র নানা—
তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি
(যেন)—নাগর দোলায় ওঠা নামা ॥
দীন আশুতোষ কেঁদে সারা,
তবু তোর দয়া হলো না—
এবার গুরু নামের দোহাই দিয়ে
চলে যাব আর ঘুর্‌ব না ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা ?
(ওমা) তুই যদি না কইবি কথা ॥
খুঁজে দেখি কেউ নয় আপন,
পর বুঝে কি পরের কথা,
কেবল—তুই মা আমার অন্তর্য্যামী
বুঝিস্ আমার প্রাণের ব্যথা ॥
বদন ভরা নামটী মা তোর
জগদম্বে জগন্মাতা
জগৎ কাঁদে মা মা ক'রে
শুনিস্ না এ কেমন কথা !
(তোর) আশার আশে জনম গেল
(এখন) জীবন সন্ধ্যা যাই মা কোথা !
দীন আশুতোষে, অবশেষে
কেন এত নির্ম্মমতা ?

ভক্তিরত্নমালা

— বাউলের সুর —

(করিস না আর গণ্ডগোল এই সুঁরে)

রাঙিয়ে নে হরি রঙে (মন)।
ও রং চটবে না আর,
বড়ই বাহার, কাজ কি বাজে রং ঢঙে ॥
ময়লামাটী, ধুয়ে খাঁটি,
মন-খানা সাফ্ করে নে।—
ঐ সাদা মনে, লাগাও টেনে,
যে রঙ্গেতে মন রমে ॥
দেখ সংসারেতে, পঞ্চভুতে,
সাজাচ্ছে সং পাঁচরঙ্গে
ও রং নয়রে সাঁচ্চা, বড়ই কাঁচ্চা,
দেখিস্ যেন মজিস্নে ॥
দীন আশুতোষ কয়, হে দয়াময়,
কৃপা কর অধমে,
(যেন) ঐ নামের জোরে, যাই গো তরে
মজিনা আর কুরঙে ॥

বাহার—একতালা

নীল গগনে, অনিল আসনে,
স্নিগ্ধ কিরণে, রজত বরণে,
মোহন মুরতি পূর্ণ, পূর্ণজ্যোতি,
শরৎ শশী মন মোহিল ॥
হাসিছে নাচিছে, বিমল রঙ্গে,
চাঁদ কুমুদিনী প্রতি তরঙ্গে,
তা হেরি জলধি, অনিল সঙ্গে
কলনাদে হাসিল ॥
হেরিলে ওরূপ স্থিরনয়নে,
মহিমা তাঁরি জাগেরে প্রাণে.
আশুতোষ যাঁরে লভিতে ধেয়ানে
দীনহীন পাগল ॥

ভক্তিরত্নমালা

সুর ঝাঁকতাল

শঙ্কর যোগিবর, শিব-শশাঙ্ক শেখর
শিঙ্গা পিনাককর বিল্ববন বিহারী।
আদি দেব সনাতন,
ভবেশ ভুতভাবন,
পঞ্চানন—শ্মশান মশান চারী॥
অমল ধবল বেশ,
গলে বিজড়িত শেষ,
আশুতোষ—শ্রীহরি-প্রেম-ভিখারী॥

সারিগের—লপেটী

শ্রীগুরুচরণে, মনপ্রাণ কর সমর্পণ।
জ্ঞান গরিমা রেঁ মন,
ধন জন অভিমান ॥
গুরুনাম অমূল্যনিধি,
জপরে মন নিরবধি,
শ্রীগুরু বিধির-বিধি,
প্রেমময় নিরঞ্জন ॥
শ্রীগুরু পরম তত্ত্ব,
গুরু প্রেমে হওরে মত্ত,
নিত্য, সত্য, পরমার্থ—
পরম ব্রহ্ম সনাতন ॥
শ্রীগুরু করুণা বিন্দু,
অপার আনন্দসিন্ধু,
জগন্নাথ জগবন্ধু,
অনাথজন শরণ ॥

সুরটমল্লার—একতালা

(শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম—সুরে)

ভক্তিবারি যদি পেতাম (ওমা)।
আমার হৃদিমরুভূমে, সেঁচিয়া যতনে,
আর্দ্র সুশীতল করিয়া রাখিতাম ॥
মায়া ধুলা রাশি আশা ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়িতনা আর থাকিতাম নিশ্চিন্তে,
(তায়) তোর মৃদু-পদ-রেখা, থাক্‌তো স্পষ্ট আঁকা,
আমি—পদচিহ্ন ধরে, তোমারে ধরিতাম ॥
সর্ব্বজীবে ওমা আছ প্রাণরূপে,
সর্ব্বরূপে স্থিতি সতত অরূপে,
আন্ধি অন্ধকারে, আর ঢাক্‌তনা তোমারে,
আমি প্রাণভোরে তোমার স্বরূপ দেখিতাম ॥
মতিহীন দীন আশুতোষ বলে,
ওমা—জগৎজননি ভকতবৎসলে,
ওমা—কৃপাসিন্ধু, আমায় ভক্তি দে একবিন্দু,
তুমি বিন্দু দিলে আমি, সিন্ধু পেয়ে যেতাম ॥

ভক্তিরত্নমালা

(ভকতমান বাড়াতে হরি এই সুরে)

কোটী ব্রহ্মাণ্ড শোভিত চরণে,
কত রবি শশী নখর কোণে,
কল্পনাতীত, অব্যক্ত অচ্যুত,
এক কি অনন্ত না আসে জ্ঞানে
যুগে যুগে নাথ লোকে অবতরি,
প্রকাশ মহিমা করুণা বিতরি,
অযাচিত প্রেমে,
অকৃতি অধমে,
উদ্ধার হে প্রভু তুমি নিজগুণে।

বেহাগ—একতালা

ওকে আইল রণে ?
ভুবন মোহিনী, যোগিনী সঙ্গিনী,
উন্মাদিনী মত্ত শোণিত পানে ॥
ভয়ঙ্করী ভীমা কাল বরণা
দিগম্বরী লোল রসনা,
বিশাল লোচনা, করাল বদনা
দম্ফে কম্পে ক্ষিতি হুঙ্কারে সঘনে ॥
অসুর নাশিছে তড়িৎগামিনী,
বিকট হাসিছে সংহার রূপিণী
কাঁদে হা হা রবে, ত্রিজগত জীবে
আশুতোষ ভয়ে পতিত চরণে ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

হর হর, ঘোর আঁধার, কোথা গো হর-ললনে
একবার হাসি হাসি
উমাশশি, উদয় হও হৃদি গগনে ॥
মাঝে মাঝে ব্যাধি মেঘে,
প্রাণ রবি রাখে ঢেকে,
বিষণ্ন কখনও শোকে, যেমন রাহু বদনে ॥
দেহাকাশে আয়ু পথ,
ফুরাবে মা সুনিশ্চিত,
প্রাণরবি অস্তমিত, হবে কাল অবসানে ॥
স্বজন পাখী কাঁদিবে,
দেহাম্বর কালিমা হবে,
তখন দেখা দিস্ মা শিবে
আশুতোষ-মনোরমে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল যৎ

আর কতক্ষণ থাক্‌বি গো মা

(আমায়) লুকি লুকি ফাঁকে ফাঁকে ?

এই দোর চেপে তোর রইনু ব'সে,

(এবার) দেখা পেলেই ধর্‌বো তোকে ॥

তোর লীলা খেলা অহোরাত্র,

আপন ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র,

আমি তিলেক কোথাও খেল্‌তে গেলে,

অম্নি গো মা উঠিস্‌ রেগে ॥

না হয় কোথাও আর যাবনা,

তোরে ছেড়ে আর খেল্‌ব না,

তুই বল্‌বি যেমন, করবো তেমন,

ঠিক জেন' মা এবার থেকে ॥

তো বিহনে কি যে দুঃখ,

চেয়ে দেখ মা ফিরিয়ে মুখ,

আমার ভেঙ্গে চুরে গেছে এ বুক,

প'ড়ে ভবের কুম্ভীপাকে ॥

দীন আশুতোষের নিবেদন,

কর্‌ মা আমায় পরিত্রাণ,

আমার ভবজ্বালা কর্‌ নিবারণ,

শান্তি দেমা ক্ষত বুকে ॥

ভক্তিরত্নমালা

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল কাওয়ালি

(ও ভাই) গুরু বিনা গতি নাই আর সংসারে।
সাধু সন্ত, বেদবেদান্ত, গায় সবাই সমস্বরে ॥
শ্রীগুরু পরম তত্ত্ব, বাক্য মন জ্ঞানাতীত,
ব্যক্ত কভু হয় না কো ঘুণাক্ষরে—
ও সে চিন্ময় সচ্চিদানন্দ বিরাজেন সহস্রারে ॥
শ্রীগুরু চরণে রতি, বহুভাগ্যে হয়গো যদি,
প্রেম ভকতি পায় সে অতি সত্বরে—
ও সে প্রেমে হাসে, প্রেমে ভাসে, প্রেমানন্দ সাগরে ॥
শ্রীগুরু পরমা গতি, ইহাতে যার আছে ভ্রান্তি,
সুখশান্তি পায় নাকো সে সংসারে—
ও সে ভবের জ্বালায়, ঝালাপালা, শুধুই যাতায়াত করে ॥
(দীন) আশুতোষের এই নিবেদন,
ধ্যান কর শ্রীগুরুর চরণ,
ভবব্যাধি হবে মোচন অতি সত্বরে—
গুরুনামৌষধি নিরবধি,
পান কর ভক্তিভরে ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল খাম্বাজ

মা গো মা তুমিই আমার সর্ব্বস্ব রতন।
মন্‌টা আমার বুঝ্‌ছে না তা,
দায় হলো ভীষণ॥

কর্‌বে কি ওর যেমন বরাত,
ঘুমিয়ে আছে কি দিন কি রাত,
সব বন্ধ দেখা, অন্ধ কিনা
ওর দুটী নয়ন?

জ্ঞান যষ্টি ঠুকে ঠুকে,
যাচ্ছে সদাই এঁকে বেঁকে,
দিক্ হারিয়ে গেছে ঠকে,
পাচ্ছেনা সন্ধান॥

শুনি গো মা তুমিই সকল,
ক্ষুধায় অন্ন তৃষায় জল,
অন্ধ আতুর বন্ধু তুমি
অন্ধেরই নয়ন॥

(দীন) আশুতোষ তাই বিনয় করে,
বল্‌ছে মা তোর পায়ে ধরে,
(আমার) অন্ধ মনের চক্ষে আসি,
হও না অধিষ্ঠান॥

রামপ্রসাদী—একতালা

না ডুবে মায়ের নাম সাগরে
তুই ডুবে গেলি দুঃখ পাথারে ॥
সদানন্দময়ী শ্যামা, জ্যোতির্ম্ময়ী মনোহরে
ও যাঁর চরণ তরি, স্মরণ করি, জীবে ভবসিন্ধু তরে ॥
ছয় রিপু ঘোর তুফান তুলে,
ভাসিয়ে নে যায় দিগন্তরে—
আবার বাসনা তরঙ্গে ভঙ্গে—ওঠা নামা বারে বারে ॥
দৈবযোগে দারাসুত, শোলার ভেলা ঠেক্‌ল করে—
ভেলায় ভবসিন্ধু তরা, দুঃখের হাসি কব কারে।
কালাবর্ত্ত ঘুর্ণিপাকে,
বিপাকে ফেলেছে তোরে—
এখন হারিয়ে ভেলা, সন্ধ্যা বেলা,
শান্তি চাস্‌ মন সুখের তরে ॥
শ্রীদুর্গানাম স্মরণ করি, তলিয়ে যা এ নাম সাগরে
ও মন ভাবিস্‌ না আর, খুব হুঁসিয়ার
মগ্ন রও তায় ধ্যানে ধরে ॥
মা'র অভয়পদে, প্রাণ সঁপে দে,
মন বেঁধে দে ভক্তি ডোরে—
তবেই হবি না মা'র সঙ্গ ছাড়া,
আশুতোষ কয় ডঙ্কা মেরে ॥

ঝিঁঝিট—তাল যৎ

(কে তুমি হে তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে—এই সুরে)

কোলে আয় আর ক্ষেপাস্ না মা,
আয় গো আমার ক্ষেপা মেয়ে।
ঐ যাস্ কোথা মা নেচে হেসে'
এমন এলো চুলে নেংটা হ'য়ে ॥

কোলে আয় সোনার পুতুলি,
আমি যত্নে বুকে রাখ্‌বো তুলি,
আমি সাধে কি মা ক্ষেপী বলি,
তুই ক্ষেপীর মতই বেড়াস্ ধেয়ে ॥

আহা কি রূপ মাধুরী,
মরি গো মা মরি মরি
যেন কোটি অরুণ কিরণ,
মাখান ঐ রাঙা পায়ে ॥

দীন আশুতোষের পাগলপনা,
খুলে বলি শুন মা শ্যামা,
তোরে হৃদ্‌কমলে, যত্নে তুলে
দেখ্‌বো শুধু নয়ন ভ'রে ॥
(ভক্তি সাজে সাজাইয়ে)

বাহার—একতালা

ভক্তি কর মন, পাবি তাঁরে।
যে লোক ত্রিলোক লয়, সৃজন, পালন করে ॥
বেদে পুরাণে তন্ত্রে অক্ষরে অক্ষরে,
শ্মশানে মশানে মসজিদে মন্দিরে,
বিরাজেন নানা সাজে, ভক্ত-হৃদিমাঝে
পুরুষ প্রকৃতি সাজে, যে ভাবে কামনা করে ॥
অনলে অনিলে সচলে অচলে,
বিজনে বিপিনে সাগরে সলিলে,
ভ্রমেন চিরকাল, ভকত বৎসল,
পার্থ সারথী কভু দ্বারি বলির দ্বারে ॥
বিরিঞ্চি, বাসব, দেবতা নিচয়,
যে নাম অবিরাম পরম সুখে গায়,
ভিখারী আশুতোষ করি শ্মশান বাস,
গাহিছে অবিরাম, রাম রাম হরে ॥

বাউলের সুর

নাচ নানা রঙ্গে গো মা, খেল নানা রঙ্গে।
যথা জলনিধি, নিরবধি তরঙ্গে তরঙ্গে ॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার নাচের তালে তালে,
সৃজন, পালন, লয় হচ্ছে গো মা পলে পলে,
গ্রহতারা চরাচরে, বেঁধে গো মা মায়া ডোরে,
ঘুরাচ্ছ ব্রহ্মাণ্ড বেড়ে নানা রঙ্গে ভঙ্গে ॥
সর্ব্বগুণে সর্ব্বতত্ত্বে পূর্ণ তুমি পূর্ণ গো
আলোক আঁধার তুমি শূন্যে মহাশূন্য গো
অনন্ত মায়ারূপিণী, মায়া বন্ধন হারিণী,
বদ্ধমুক্ত. অবিরত করছ মা ভ্রূভঙ্গে ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি তো মা ইচ্ছাময়ী,
মা বিনে সন্তানের দুঃখ কে বুঝিবে মা কারে কই,
মোহ কূপে আছি পড়ে
তুলে নে মা কৃপা করে,
অন্তে পদপ্রান্তে রেখো
ত্বং হি মাতর্গঙ্গে ॥

রামপ্রসাদীসুর—একতালা

কেন আমায় কাঁদাস্ এত (ওমা) ?
আমার হাসি কি লাগে না ভাল,
কান্নাটাই কি অভিপ্রেত ?
যখন কেঁদে কেঁদে কই মা কথা,
তুই হেসে হেসে বেশ শুনিস্ তো ;
আমি হেসে কথা কইতে গেলে,
হয়ে যাস্ তুই অন্তর্হিত ॥
তাই মনে করি কেঁদে কেঁদে,
(ওমা) রাখি তোমায় আনন্দিত
আমার অবোধ মন আর বোধ মানেনা,
কৈ মা মা বলে কাঁদে না তো ॥
(দীন) আশুতোষ কয় কেঁদে কেঁদে
(ওমা) যখন হব অভিভূত
আমার চোখ দুটো তুই দিস্ মা মুছে,
যেন দেখ্‌তে পাই তোর চরণ দুটো ॥

বাগেশ্রী—একতালা

নেহার, নেহার, গভীর ঘোর,
হৃদি-বনমাঝে কি আলো ?
মায়া তরুবরে ঢেকেছে আঁধারে
আশা শাখা ব্যাপি কেবল ॥

মহামন্ত্রঃপুত বিবেকাস্ত্র লভি,
ছেদ মনঃ পান্থ মায়া বিটপী,
ঘুচিবে আঁধার, পাবে নির্ব্বিকার
চিদানন্দ জ্যোতি কেবল ॥

অলস পথিক আশুতোষ কয়,
(ও মন) কিছু না পারিবে রামগুণ গাও
নহিলে তোমার, প্রাণ বাঁচান ভার
ঐ কাল ভূতে ধরিল ॥

ভক্তিরত্নমালা

(পাখী এই যে গাহিলি গাছে—এই সুরে)

বায়োঁয়া—একতালা

একবার আয় মা দনুজদলনি।
রণরঙ্গিনি, উন্মাদিনি,
কালী করালবদনি ॥
ওমা—আমারে একাকী ফেলিয়া,
কোথা গেলে তুমি চলিয়া গো-- ?
তাই কামাদি অসুরে, ত্রাসিছে আমারে,
ভয়ে জড়সড় পরাণি ॥
এরা—শূন্যে পাতিয়া ফাঁদ,
আঁখির পলকে, কুহকে মোহিয়া,
হাতে তুলে দিছে চাঁদ,
এই মোহ সুধাকর বিষধর রূপে,
দংশিছে দিবা রজনী ॥
হ'য়ে ব্যাকুল বিষ দাহনে,
চঞ্চল চিতে, ছুটি চারি ভিতে,
আইনু তুঁহারি শরণে
দিয়ে মা শান্তি, নাশ মা ভ্রান্তি,
আশুতোষ-হৃদি-বাসিনি ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়া

(সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি)

কি হবে কি হবে তারা, দেখ্‌না আমায় জ্যান্তে মারে।
শঙ্কটে রাখ শঙ্করি—তুমি বিনা কে নিস্তারে ?
ঘরভেদি মোর মন পাপীটা,
রিপু ছটায় ক'রে পেটায়,
আমার পদে পদে বিপদ ঘটায়
সতত কুযুক্তি করে ॥
দারাসুত লোহার বেড়ি.
হাতে পায়ে বাঁধলে ভারি,
আশাপাথর বুকে চাপায়ে—ডুবাচ্ছে ভব সাগরে ॥
প'ড়ে পঞ্চভুতের ফাঁদে,
দিন গেল মোর কেঁদে কেঁদে,
তাই মা বলা বোল ভুলে গিয়ে
বেড়াই শুধু হা হা ক'রে ॥
আশুতোষে করি দয়া,
দেহ দীনে পদ ছায়া,
তোমার অভয় পদে নিলাম শরণ,
মরণ বাঁচন ঐক্য করে ॥

ভক্তিরত্নমালা

(হর ফিরে মাতিয়া—এই সুরে)

গুরুপ্রেমে মাতিয়া, ব্রহ্মানন্দে মাতিয়া।
গুরুভক্ত সনে, গুরুগুণ গানে,
থাক্‌রে আপন ভুলিয়া॥
গুরু পরম ব্রহ্ম অভেদ এ তত্ত্ব,
যে জন জানে না সে জন ভ্রান্ত,
ও তার জনম করম সকলি ব্যর্থ,
মায়া কূপে মরে ডুবিয়া॥
যথা বিষ্ণুপদে মন্দাকিনী ধারা,
(তথা) গুরুপাদপদ্মে প্রেমভক্তি ধারা,
পিয়ো প্রেমানন্দে হও মাতোয়ারা,
ভব ক্ষুধা যাবে মিটিয়া॥
অপার, অসীম শ্রীগুরু মহিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারে সীমা,
নিজগুণে প্রভু করিয়ে করুণা,
আশুতোষে লহ তারিয়া॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

(নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—এই সুরে)

তিলেক দাঁড়া মা হৃদে,
ওমা হর-হৃদি-বিলাসিনি ।
আমি দেখ্‌বো শুধু নয়ন ভ'রে
মা তোর রক্ত-রাঙা পা দুখানি ॥
শোকে পাপে তাপে হৃদি,
ধূ ধূ জ্বলে নিরবধি,
(মা তোর) চরণ কমল স্পর্শে যদি,
শান্তি পাই শান্তিদায়িনি ॥
ইচ্ছাময়ি, মহামায়া,
নিজগুণে করি দয়া,
দে মা আমায় পদ ছায়া
(ওমা) আশুতোষ-মনোমোহিনি ॥

মুলতান—একতালা

তোমায় কি রূপে পাব ?
অর্থ, সামর্থ্য বিহীন বৈভব ॥
অর্থ দানে তোমায় ওহে দেবারাধ্য,
বলিরাজ সম করিতাম বাধ্য,
আমি—পথের ভিখারী,
পথে পথে ফিরি, অভাব সব ॥
হ'লে বলবান্ নাহি ডরিতাম
লভিতে কখনও তোমারে
যথা গয়াসুরে মোক্ষপদ শিরে
লভেছে জোরে,
ধন বলে প্রভু না করি কামনা,
(যদি) দীনহীন দেখে না কর বঞ্চনা,
আশুতোষ বলে, করুণা করিলে,
হয়—অসম্ভব সম্ভব ॥

রামপ্রসাদী

খেলায় মত্ত আছি বলে,
(তাই) রেগে বুঝি ডাক্‌তে এলি ?
আমার খেলাঘরটা ভেঙ্গে চুরে,
(ওমা)—খেলার ঘুঁটি হারিয়ে দিলি ॥
(তোর) অমন ক্রোধ মা মহামূল্য,
ক্রোধ স্নেহ তোর সমতুল্য,
আমার ভালর তরে—এই কথা তো ?
বুঝেছি মা আর কি ভুলি ॥
বিদ্যা বুদ্ধি নাই মা ঘটে,
তাই মোলাম ভুতের বেগার খেটে,
তুই এলি যদি সন্নিকটে,
ব'স্‌না দুটো কথা বলি ॥
পাঠাস্‌ না আর এ মরতে,
দিন গেল মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে,
আশুতোষ তাই কয় একান্তে,
জন্ম পুনঃ নাই বা দিলি ? ॥

রামপ্রসাদী

(শ্যামা) আমি কি তোর সৃষ্টিছাড়া ?
আমার দুরাদৃষ্ট, হ'লি রুষ্ট, কল্লি না হয় দৃষ্টিছাড়া ॥
না দীক্ষা দিতে শিক্ষাকালে,
কোনও গুরু কল্লি খাড়া
কেবল আদর দিয়ে, আপন খেয়ে,
করে দিলি বদ্‌বেয়াড়া ॥
এখন—মূর্খ বলে ঘৃণা করে
সবাই বলে লক্ষ্মীছাড়া,
এটা তোর গুণে কি আমার দোষে,
ভেবে দেখ মা আড়াগোড়া ॥
শুনি—ষষ্ঠী দিনে ভাগ্যলিপি,
লিখেন বিধি কপাল জোড়া,
ওমা—জানিনা সে কেমন বিধি,
যে এত সব গোলের গোড়া ॥
দেখা পেলে অমন বিধির,
কপাল ঠুকে হ'তাম খাড়া,
হয় বদ্‌লে নিতাম ভাগ্যলিপি,
নয় শুনিয়ে দিতাম কড়া কড়া ॥
(কেউ) কাছে ঘেঁসেনা গোঁয়ার বলে,
কাছে থেকেও দেয় না সাড়া,
এ লাঞ্ছনা, আর কেন মা, খুব হ'য়েছে বাড়ার বাড়া ॥
(যদি) কুপুত্র হয়, কুমাতা নয়, আছে কথা জগৎ জোড়া
(সেই মা-প'ণা তোর দেখা তারা)
(তাই) আশুতোষের কাছে এসে, স্নেহাবেশে বারেক দাঁড়া ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

তুই করিস্ মা দিনে ডাকাতি, বলবো মা আর লক্ষ্মী মেয়ে।
এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে উধাও হ'লি, যত সুখশান্তি লুটে নিয়ে ॥
ভোজ বাজি তোর মায়া বিদ্যা,
বিশ্বময় লাগিয়ে বাঁধা,
লুটে নিলি পুণ্য-সুধা, পাপ হলাহল ছড়িয়ে দিয়ে ॥
নিত্য নূতন ছদ্ম বেশে,
লুট করিস্ তুই দেশ বিদেশে,
কেউ চিন্‌লে না তা ধ'র্‌বে কিসে,
আমার অচিন্ত্যরূপিণী মায়ে ॥
চঞ্চলা তুই নামে কাজে,
তাই—পাইনা অন্ত মোলাম খুঁজে,
বড় সাধ ছিল এই প্রাণটা নিজে,
লুটিয়ে দি ঐ রাঙ্গা পায়ে ॥
হ'য়ে গেছি সর্ব্বস্বান্ত,
আর কেন মা দে গো ক্ষান্ত,
আশুতোষ কয় হও মা শান্ত,
প'ড়ি গো তোর দুটী পায়ে ॥

ভক্তিরত্নমালা

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাম্মিরি খেমটা

গুরু নাম সুমধুর নাম, বদন ভোরে বল না রে।
জুড়িয়ে যাবে ভবজ্বালা, ক্ষুধা তৃষা রবে না রে ॥

গুরুনামে যাও রে মেতে,
ভুলে যাও খেতে শুতে,
প্রেম ভ'রে দিনে রাতে,
বিলাও ওনাম যারে তারে ॥

ঋষি মুনি নিশি দিনে,
জপেন যে নাম সযতনে,
পঞ্চানন পঞ্চাননে যাঁর গুণগান সদাই করে ॥

কেবল গুরু নামের জোরে,
জীবে ভবসিন্ধু তরে,
মহিমার নাইক অন্ত, বেদবেদান্ত বল্‌তে নারে ॥

(দীন) আশুতোষ আর করিস্ না গোল,
গুরু প্রেমে হও রে পাগল,
প্রেমানন্দে বল্ হরি বোল,
প্রেমসে গুরু ভজনা রে ॥

ভক্তিরত্নমালা

রামপ্রসাদীসুর—একতালা

কে জানে মা তুমি কেমন ?
ও মা তুমিও যেমন,
আমিও তেমন ॥

আমি আমি ক'রে মরি
চিন্‌লাম না সে আমি কেমন
ধন্য মা তোর মায়ার ছায়া,
তুমিও গোপন (আর) আমিও গোপন ॥

আশুতোষ কয় ব্রহ্মময়ি
তুমিই সব কারণের কারণ
তুমি নিজের স্বরূপ
নিজেই দেখ,
সীসায়* প্রতিবিম্ব যেমন ॥

* সীসায় অর্থে দর্পণে ॥

গৌরী—কাওয়ালী

আমায় দে মা পাগল করে এই সুরে)
আমায় করে নে মা খাঁটি ।
মোহ খাদে পড়ে, খাদ মিশে গায়
হয়ে গেছি মাটি ॥

নিবৃত্তি হাপরে ফেলে ;
অনুতাপ অনলে জ্বেলে,
(আমার) বের ক'রে নে যা কিছু খাঁটি—
পুড়িয়ে আমার অহং তত্ত্ব, ভস্ম কর আমার আমিত্ব,
লাজ, অভিমান, অজ্ঞানত্ব, সব খুঁটিনাটি ॥

জ্ঞান পাকেতে করে শোধন,
রঙ্গিয়ে বৈরাগ্য রসান,
করে নে মা পাকা সোণাটী—
আমায় গড়িয়ে লবে সোণার নূপুর,
তোর রাঙা পায়ে বাজব মধুর,
আশুতোষের দুঃখ হবে দূর,
জড়িয়ে চরণ দুটী ॥

মুলতান—বাউলের স্থর

শ্যামা নামের বন্যা এলে, খুব দিতাম সাঁতার ।
ডুবে ডুবে ডুব সাঁতারে, একই দমে হ'তাম পার ॥

কভু ভেসে যেতাম তর্‌তরিয়ে একটানা টানে,
কভু সাঁতার দিয়ে উজি উজি উঠতাম উজানে,
কভু তলিয়ে যেতাম পাতাল পানে,
ভুস্ ক'রে ভাস্‌তাম আবার ॥

শ্যামানামামৃত হ্রদে ভক্তি যোয়ারে
বান্ ডেকে যায় কানায় কানায় উছলে পড়ে,
ভক্তিহীনে মরা গাঙ্গে হাত পা নাড়া কেবল সার ॥

(দীন) আশুতোষ কয় ডুব্ ডুব ডুবরে তলা সই
উঠু ডুবু কল্লে রে ভাই রত্ন মিলে কৈ ?
তুই দম ধরে থাক তলায় পড়ে
(মায়ের চরণ তলায় রে)
মুক্তা) মুক্তি পাবি সারাৎসার ॥

গৌরী—কাওয়ালী

(ওমা) কি ঘুম পাড়ায়েছিস্ মোরে ?
এত আসি যাই, ঘুম ভাঙ্গে নাই শুধুই আছি ঘোরে ॥
যারা এ ঘুম হ'তে জাগতে নারে,
মর্‌তে যায় মা তিতিক্ষায়,
তাদের চোখে দিস্ মা তখন জ্ঞানাঞ্জন শলাকা,
অম্নি তাদের ঘুম্‌টী ভাঙ্গে ;
আমার কি মা কোনও যুগে,
জাগ্‌তে বাঞ্ছা হবে না অন্তরে ?
দিয়েছ সুন্দর খেলনা, সুত মিত ললনা,
তাদের লয়েই খেল্‌তে থাকি, তোরে কই আর খুজি না,
মহানিদ্রা সমাগমে, অসাড় হ'য়ে পড়ি ঘুমে,
খেল্‌নাগুলাও হাত থেকে যায় স'রে ॥
দেখি—স্বপনে কখন যেন ডুবে যাচ্ছি মহার্ণবে
ভয়ে অম্নি কাঁদি মা মা করে—
আশুতোষ কয় সত্য স্বপন, কেন জীব ভয়ে ব্যাকুল,
তোর পাশেই ঐ আছেন বটে, কেঁদে কেঁদে তারে তোল,
কুল কুণ্ডলিনী জাগরণে,
ভয় কিরে ভব তুফানে,
কোলে করে লয়ে যাবেন পারে ॥

ভক্তিরত্নমালা

(শ্রীগুরুগান)

সুরট মল্লার—একতালা

ওরে মূঢ় মন, কর সমর্পণ,
তনু, মন, প্রাণ, পরম যতনে ॥
গুরু শ্রীমাধব, অনাথ বান্ধব,
হৃদয় বল্লভ দুর্লভ চরণে ॥

ও চরণ ধ্যানে জরা মৃত্যু ভয়,
রবেনা কখনও জেন' সুনিশ্চয়,
গুরু প্রেমময়, আনন্দ আলয়,
অমৃত অভয়, চিন্ত নিশি দিনে ॥

অন্য পূজা সেবা কিবা প্রয়োজন,
বৃথা পরিশ্রম তীর্থ পর্য্যটন,
কোটীতীর্থ পূণ্য শ্রীগুরু চরণ,
লভিবে নিশ্চয় তিলেক দর্শনে ॥

অনিত্য সংসারে সবই নিরানন্দ
কামিনী কাঞ্চনে বৃথা মোহে অন্ধ,
(তুমি) ভাব প্রেমানন্দে শ্রীগুরুগোবিন্দ
শ্রীনন্দনন্দন সত্যসনাতনে ॥

কহে আশুতোষ শুন মীন-মন
একমাত্র গুরুই জীবনের জীবন
যেমতি বারিধি মীনের জীবন
বাঁচে না রে মীন বারিবিন্দু বিনে ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

করতালি দি জয় কালী ব'লে।
ওমা শবাসনা, দিগ্‌বসনা,
নাচ্ দেখি মা তালে তালে ॥
থিয়া থিয়া নাচ গো মা,
ব্রহ্ম তালে, তালে তালে—
একবার—হাসি মৃদুমধুর হাসি
ওমা মুক্তকেশী হেলে দুলে ॥
(দীন) আশুতোষ কয় ব্রহ্মময়ি
একবার নাচ্ মা আমার হৃদ্‌কমলে-
আমি কালী নামের ডঙ্কা মেরে
ভবপারে যাব চলে ॥

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

মা—আমি তোরে ভালবাসি,
তুই কি আমায় বাসিস্ ভাল ?
এতটুও বাস্‌লে ভাল, বল আমার কি ভাবনা ছিল ?
তোর খোঁজে হই দিশে হারা,
(তুই) কাছে থেকেও দিস্‌নি সাড়া,
বুঝ্‌তে নারি মা তোর ধারা,
ভেবে ভেবে পরাণ গেল ॥

মা হ'য়ে নিদয়া হয়,
কভু ত সম্ভব নয়,
(দীন) আশুতোষের ভাগ্যদোষে,
যা হবার নয় তাও হ'লো ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

আনন্দময়ি মা জননি।
আমায় খোঁজ কিনা জানিনা মা,
আমি খুঁজি তোমায় দিন যামিনী ॥
করচ্যুত যষ্টি যথা, অন্ধ খোঁজে অনুমানি,
আমি নেতি নেতি নেতি করে
খোঁজি মা তোমায় তেমনি ॥
(তোমায়) যতই খুঁজি ততই মজি
ওমা—জগৎ মন্মোহিনি
যেন তোমার খোঁজেই মেতে থাকি
আন্ কাজে যেন মজিনি ॥
দয়া হ'লে দাও মাধরা,
যারে ইচ্ছা তারেই শুনি
(দীন) আশুতোষে কেন নিদয়া
ওমা – ইচ্ছাময়ি বল দেখিনি ?

রাগিণী জয় জয়ন্তি—তাল পোস্তা

আপনি গাও, আপনি বাজাও,
আপনি নাচ তালে তালে।
আপন পূজা আপনি কর, (যেমন) গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥
আপনি আপন মায়ায় বাঁধা, কভু হাসা কভু কাঁদা,
নিজেই মায়া মুক্ত কর, মায়ার খেলা সাঙ্গ হ'লে॥
আপনি আপন ভক্তি রসে,
মজ গো মা ভক্তবেশে,
আপন প্রেমে আপনি প্রেমিক, প্রেম ভরে যাও ঢলে ঢলে॥
নিজেই চেলা নিজেই গুরু,
নিজেই গো মা কল্পতরু,
চতুর্বর্গ ফল নিজে মা নিজেই খাস্ তুই তুলে তুলে॥
সব রূপে রূপ মিশাইয়ে, আছ মা অরূপা হ'য়ে,
সব আকারে নিরাকারা অন্তরীক্ষে জলে স্থলে॥
নিজেই পুরুষ নিজেই নারী, ধন্য মা লীলা মাধুরী,
মাতৃরূপে গর্ভে ধর, স্তন্য খাও মা হ'য়ে ছেলে॥
(দীন) আশুতোষে কর মা ধন্য,
এক বিন্দু দে কৃপা স্তন্য,
তুমিই কৃপাসিন্ধু যে মা
কম্‌বে কি গো বিন্দু দিলে?

রামপ্রসাদী—একতালা

ছাড়িস্ না মন কান্নাকাটি ।
যদি হৃদয় মাঝে শ্যামা মায়ের
দেখ্‌বি রাঙ্গা চরণ দুটি ॥

মা মা বলে কেঁদে কেঁদে,
ধরাতলে পড়’ লুটি’—
ও মন—কান্না বিনে, ছেলের পানে
চায় না ফিরে কোনও মা-টি
মায়া দোলায় দোলে দোলে,
ঘুমাচ্ছিস্ বেশ পরিপাটী
আবার—স্বপ্নে সুখের রাজ্য ফেঁদে,
ধনে জনে সাজাস্ কুঠি ॥

এ ঘুম ভাঙ্গবে যখন, দেখ্‌বি তখন,
কেউ কোথায় নাই তুই একলাটি
ও মন ব্রহ্মময়ী মা বিনে মন,
সকলি ছাই-ভস্ম-মাটি ॥

আশুতোষ কয় কেঁদে কেঁদে,
ভিজিয়ে রাখ তোর নয়ন দুটী
ওরে—বক্ষ ব’য়ে পড়্‌লে ধারা
পড়্‌বে ধরা শ্যামা বেটি ॥

পুরবী মিশ্র—একতালা

হরি হরি হরি, হরি হরি হরি,
হরি হরি হরি, হরি বোল।
তুমি—ভাব হৃদে হরি,
পাপ তাপ হারী,
পরিহরি বৃথা গণ্ডগোল ॥

হরি হরি ধ্বনি করহ শ্রবণ,
হরিবোল বুলি কর উচ্চারণ,
মধুর হরি নাম করহ গ্রহণ,
হরিময় হের ভুমণ্ডল ॥

দীন, অভাজন আশুতোষ বলে,
দোল কেন মন দুশ্চিন্তা-হিল্লোলে,
তুমি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে,
কর হরির চিন্তে,
ভব পারাপারে রবে না গোল ॥

ভক্তিরত্নমালা

রামপ্রসাদী—একতালা

কাজ কি রে মন যোগে যাগে।
শ্রীগুরুপদ, কোকনদ, আয়না ভজি অনুরাগে ॥
সাধুসন্ত, বেদবেদান্ত
সবাই গায় ভাই একই যোগে—
শ্রীগুরু বিনা নাইক গতি,
নিষ্কৃতি নাই কোন যুগে ॥

অহংকার আর অভিমানে,
ত্যজ্য করি আগে ভাগে—
কর আত্মনিবেদন,
ঐ গুরুপদে প্রেমাবেগে ॥

আশুতোষ কয় অন্য দেবা,
বৃথা সেবা জেগে জুগে —
(ওমন) গুরু বিনা কেউ পারে না,
মায়া নিদ্রা দিতে ভেঙ্গে ॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা

মরিতে ডরিনা শ্যামা,
রাঙ্গা পায়ে এই মিনতি।
যেন ইন্দ্রিয় থাকিতে বশে,
সম্মুখে আসে নিয়তি ॥

পারে যেন জিহ্বা যন্ত্র, ঝঙ্কারিতে তারা মন্ত্র,
কোথাকার কে কৃতান্ত, কোথায় পলাবে—
স্নেহময়ি জগদম্বে, কাজ কি কাল বিলম্বে,
থাক্‌তে সবল সকাল, সকাল,
যা হয় একটা কর গতি ॥

(আমি) অভাজন, জ্ঞানহীন, অনাথ পর-অধীন
কি জানি মা তব গুণ হীনভকতি—
ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরি তত্ত্ব,
নিরূপণে অসমর্থ,
আশুতোষ যাঁরি নিত্য গুণগানে মুগ্ধ অতি ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা

আয় মন বেড়াতে যাবি।
গুরু-কল্পতরুছায়ায়,
প্রাণের জ্বালা জুড়াইবি ॥
গুরু সর্ব্ব-ফল-প্রদ,
তাঁর চরণে শরণ লবি—
পাবি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রেমভকতি,
যত চাবি ॥
যদি না মিলে ফল ভাগ্যফলে,
তাঁর চরণতলে পড়ে র'বি—
(ও মন) ক'রে যতন অমূল্য ধন,
ঐ চরণ-রেণু মাথায় লবি।
দীন আশুতোষ কয়, ফলে কি কাজ?
তাঁরেই সব ফল সঁপে দিবি
ঐ পদ রেণুর অনুর গুণেই,
ভবসিন্ধু তরে যাবি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা

আমায় বেদম্ করে খাটিয়ে নিলি,
যত—বাজে কাজে সারাজীবন।
তিলেক সোয়াস্তি নাস্তি
হা হুতাশে হই জ্বালাতন ॥
বাঞ্ছা ছিল মনে মনে
পূজ্‌ব তোমায় সযতনে,
কি জানি মা কি কারণে,
বাসনা মোর হয়না পূরণ ॥
আমার ইচ্ছা বোবার স্বপন,
মনেই উদয় মনেই পতন,
ওমা—তুমিই সর্ব্ব কার্য্য কারণ,
তুমিই মা সব বিধি বিধান ॥
মা বিনে সন্তানের ভার
কে লবে মা কেবা কার
আশুতোষ তাই করেছে সার
মাগো তোর ঐ অভয় চরণ ॥

সুরটমল্লার—একতালা

নিজ কর্ম্মফলে, আমি দুঃখী বলে,
তুমি মা আমারে নিদয়া হয়োনা।
ওমা—দীনতারিণি, দুরিত হারিণি,
অকৃতি সন্তানে করোনা বঞ্চনা॥
তোমার শরণে কখনও আসি না,
মা বলে তোমারে কখনও ডাকি না,
তাই লজ্জাভয় হতাশে উন্মনা,
ঘৃণা ক'রে পাছে কর মা লাঞ্ছনা॥
কৃপা করে আমার আত্ম অভিমান,
তীব্র শোকানলে করিলি দাহন
আমি অভাজন বুঝিনা মরম
বিনা দোষে তোমায় দুষি মা—
নানা ভুল ভ্রান্তি করি পদে পদে,
ক্ষম অপরাধ পড়িনু শ্রীপদে,
ভ্রান্ত আশুতোষে ওমা সুবরদে
ভ্রান্তি মায়াপাশে বেঁধ না বেঁধ না॥

সাহানা—যৎ

এই যে মা তোর কাছে এলাম,
মায়ে পোয়ে কইব কথা।
একবার—আদর করে কোলে নে মা,
জুড়াক্ আমার সকল ব্যথা॥
মা মা বলে ডাকি শুধু,
মা নামে যে মা বড়ই মধু,
যত খাই আর পেট ভরে নাই
মিটিয়ে দে মা ভবক্ষুধা॥
পেট ভরে দে, ভরা পেটে,
নেচে বেড়াই ছুটে ছুটে,
প্রেমানন্দে প'ড়্বো লুটে
(তোর) অভয় পদে লুটিয়ে মাথা॥

রামপ্রসাদীসুর—একতালা

তোমায় আমায় রৈলো আড়ি (ওমা)
এবার—না হয় কিছু বাড়াবাড়ি ॥
ইচ্ছাময়ি ইচ্ছা ক'রে,
(সেই যে) পরিয়ে দিলি মায়ার বেড়ি—
কত যুগ যুগান্তর কেটে গেল,
কৈ কাট্‌লো না এ কিই বা করি ?
আছ আপনভাবে আপনি মগন
তত্ত্ব তোমার বুঝ্‌তে নারি—
ওমা—কারেও কর রাজ্যেশ্বর, কারেও কর বনচারী ॥
আর চাই না মা তোর দয়ামায়া,
ওমা—মহামায়া মহেশ্বরি—
এবার জয় গুরু শ্রীগুরু বলে
ভবার্ণবে দিলাম পাড়ি ॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল কাওয়ালী

প্রভু—চরণ-ছায়াদানে কর কৃতার্থ।
আমি চাই না ধর্ম্ম, চাই না অর্থ, মোক্ষ কি পরমার্থ ॥
শ্রীগুরু জগৎস্বামী,
অন্তরে অন্তরযামী,
তুমি সূক্ষ্ম স্থূল আদি এই সমস্ত—
তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু, বাঞ্ছিত-ফল-প্রদ ॥
হ'লে তোমার পদাশ্রিত,
থাকে না আর মায়ামদ,
সে সুদিন কবে হবে আগত (আমার)—
কবে ধ্যান করে ঐ অভয় চরণ
ভুল্‌বো আমার আমিত্ব ॥
কবে লুটিয়ে তোমার চরণ ধুলায়,
মুক্ত হ'য়ে মোহমায়ায়
দীন আশুতোষ হবে প্রভু কৃতার্থ—
সে দিন দয়াল কেমন, পতিত পাবন,
বুঝ্‌বো তোমার মহত্ব ॥

রামপ্রসাদীসুর—একতালা

নিবেদন ঐ শ্রীচরণে (ওমা)।
যেন নিশিদিন মন, থাকে মগন,
ওমা—কেবলই তোমারি ধ্যানে ॥
আর ভুলাস্ না মা মিছে মায়ায়,
অনিত্য-সুখের প্রলোভনে—
এই ঐহিকের সুখ আকাশ কুসুম
আমি—বুঝেছি কার্য্যকারণে ॥
মনটা আমার জেগে ঘুমায়,
এর জাগা ঘুম ভাঙ্গাই কেমনে—
একটু—জ্ঞানের কাজল লাগিয়ে দে মা
আমার অবোধ মনের তুনয়নে ॥
(দীন) আশুতোষ কয় ব্রহ্মময়ি
ওমা কিঞ্চিত করুণা দানে—
আমার মন বাঞ্ছা কর মা পূরণ—
স্থান দে তোর অভয় চরণে ॥

ইমন—একতালা

আমার এ জীবন তরণী,
সংসার সাগরে, দিয়েছ ভাসায়ে, আমার জীবন তরণী ॥
হ'য়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, পথ-ভ্রষ্ট, বহিছে দিবস রজনী ॥
উঠ্ ডুবু হয় আশা তরঙ্গে,
নানা বিভীষিকা মরি আতঙ্কে,
কুচিন্তা ঘূর্ণিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে,
হইতেছে অধোগামিনী ॥
জ্ঞান-কর্ণ-শূন্য জঘন্য এ তরি,
পূণ্য-ধন-শূন্য আমিও ভিখারী,
তাইতে ঘৃণা করি, বসে না কাণ্ডারী
কি হবে বল মা জননি ?
ভক্তি-গুণ-রজ্জু দিয়ে এ তরণী,
বাঁধ মা জননি পতিত-পাবনী,
আমি টেনে যাব গুণ, গেয়ে গুণাগুণ,
ত্রিগুণা ত্রিতাপ-হারিণি ॥

পিলু—যৎ

শান্তি দেমা শান্তিময়ি,
ওমা—কৃপা করি রাখ পায়।
তোর লীলা খেলায় খুব খেলেছি
আর যে আমি পারি নাই ॥
প'ড়ে তোর মায়া তুফানে,
দিশে হারা নিশি দিনে,
(আবার) আশার তরঙ্গে ভঙ্গে
হতেছি মা মৃতপ্রায় ॥
দেখে মা তোর লীলা খেলা,
আশুতোষ হ'য়েছে ভোলা,
তুমি মায়ার তুফান পারের ভেলা
তুমিই ত মা সমুদয় ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

* আর কেন মন, অসার সংসারে, অসার করমে মজিয়া।
তুমি—শ্রীগুরু-গোবিন্দ, চরণারবিন্দ, ভাব প্রেমানন্দে মাতিয়া॥
কেবা তব কান্তা কেবা পুত্র মিত্র,
মায়াময় ভবে সকলি বিচিত্র,
(তবু) আমার আমার করি কেন অহোরাত্র,
ভবঘোরে মর ঘুরিয়া।
বাল্যে ধুলা খেলায় করিলি ক্ষেপণ,
তরুণী সংযোগে গেল রে যৌবন,
কালবশে শুধু গমন আগমন. পরিণাম দেখ ভাবিয়া—
যাবত জনম তাবত মরণ,
জননী জঠরে পুনশ্চ শয়ন,
(তোমার) এ ভব যন্ত্রণা হবে নিবারণ, গুরুপদে পড় লুটিয়া॥
ধনে জনে বৃথা কর অহংকার,
নিমেষে বিধ্বংশ করে মহাকাল,
(দেখ) মায়ার বিকার কেমন চমৎকার,
জেনে শুনে আছ মোহিয়া—
তোমার কাটিবে এ মোহ জনমের তরে
গুরুনামামৃত পিয় ভক্তি ভরে,
তাই ভাসে আশুতোষ প্রেমানন্দ নীরে, গুরুগুণ গানে মাতিয়া॥

---

* মোহমুদ্গরে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য ভবব্যাধির নাম ও তৎকালীন ঔষধেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু উপস্থিত দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সে সব ঔষধ অতি উৎকট বিবেচনায় শ্রীগুরুনামামৃত পাঁচন ব্যবস্থা করিলাম। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ; ভবব্যাধি নিবারণের পরীক্ষিত বিধান॥—"লেখক"

রাগিণী মিশ্রসুরট — তাল কাওয়ালী

কিঞ্চিদপি কৃপা কুরু কৃপাময় (গুরু)।
ওগো অধম-তারণ, পতিত-পাবন,
নাম যে তোমার দয়াময় ॥
যদি গুণী দেখেই দয়া কর,
ওহে সর্ব্বগুণাকর, তবে আমার মত—
গুণহীনের কি উপায় ?
তুমি নিরুপায়ের উপায় প্রভু,
রাখ আমায় রাঙা পায় ॥
তোমার কৃপায় তোমার সাধন,
ওগো আমার সাধনার ধন,
নতুবা অসাধ্য সাধন জীবের কিগো হয়—
তুমি অধর হ'য়ে দাওহে ধরা
ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাময় ॥
দীন আশুতোষের এই মিনতি,
দাও হে আমায় অব্যাহতি,
ভক্তি-মুক্তি-দাতা ত্বংহি-দেহি ভকতি,
শুনি—ভক্তি ভরে ভজ্‌লে পরে,
তোমার নাকি দয়া হয় ॥

—পরিশিষ্ট—

(শ্রীগুরু গান)

বেহাগ খাম্বাজ—লপেটী

চোখে চোখে রাখ্‌বো তোমার চরণ দুখানি (ওনাথ) ॥
নয়ন ছাড়া, করো না মোর, নয়নের মণি ॥

তোমার টানে তোমার পানে,
থাক্‌বো চেয়ে নিশিদিনে,
হয়না যেন অন্য টানে
মন টানাটানি ?
শুনি তুমি পারের নেয়ে,
নে যাও ভবসিন্ধু বেয়ে,
তাই সঁপেছি (এই) তোমার পায়ে,
জীবন তরণী ॥
তোমার চরণ আমার শরণ,
সাধনার ধন হৃদয় রতন,
অদর্শনে প্রাণ উচাটন
হয়গো অমনি ॥
আশুতোষ তাই বল্‌ছে কেঁদে,
দৃষ্টি আমার দাওগো বেঁধে,
যেন—থাকে তোমার চরণ ছেঁদে
দিবা রজনী ॥

"ব্রহ্মার্পণমস্তু"

॥ ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

প্রশংসাপত্র।

বরাহনগরনিবাসী পরম আরাধ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত নন্দিনী চরণ রায় চৌধুরী মহোদয় 'ভক্তিরত্নমালা" সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

২৫।৬।৩২

মান আশুতোষের সঙ্গীতগুলি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। এগুলি যে হৃদয়স্পর্শী ও ভক্তির উদ্রেককারী তাহাও নিজে অনুভব করিয়াছি। সঙ্গীতের মূল উৎস হইতেছে "আনন্দ"। সারাবিশ্বে এই আনন্দের অনুভূতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে —এই বিশ্বই হইতেছে আনন্দের বিকাশমাত্র। শ্রুতি তাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি"। আনন্দের সম্যক বিকাশ স্ফূর্ত্তি ও অনুভূতি হয় প্রকৃত অধ্যাত্ম চর্চ্চার প্রভাবে। আশুতোষ এই অধ্যাত্ম চর্চ্চায় বিশেষ অনুরাগী ও সাধনমার্গাবলম্বী। সুতরাং পার্থিব ভোগ সুখের উপরে যে আনন্দঘনরস রহিয়াছে আশুতোষ তাহার সন্ধান পাইয়াছে তাহা এই গান গুলিতেই বেশ বোধগম্য হয়। ভূমানন্দের অভিব্যক্তি বলিয়াই এই গানগুলি সাধক ও সাধু সজ্জনগণের হৃদয়রঞ্জন করিয়া ভজনানন্দে তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত জাড়াগ্রাম নিবাসিনঃ
৺রামপদ স্মৃতিতীর্থেন প্রশংসাপত্রমস্মৈ প্রদত্তম্।

জাড়ার সরকার বংশাবতংস শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহোদয় রচিত গীতাবলি অতি সুমধুর ভাবপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী। আমি একারণ সন্তুষ্টচিত্তে ইহাকে "ভক্তিরত্নমালা" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিলাম। আশা করি উক্ত গীতিকাবলি ভক্ত-বৃন্দের হৃদয়গ্রাহী হইবে।

যাঁহাদের সাধন-উদ্যানে প্রেম-বসন্তের শুভাগমন হয়েছে তাঁহারা প্রেমোদ্যানের এই একটী নূতন কোকিল আশুবাবুর ভক্তিরত্নমালারূপ সুমধুর কুহুধ্বনি শ্রবণ ক'রে অপার আনন্দ লাভ করবেন নিশ্চয়। আশুবাবু গুরুব্রহ্ম চিনেছেন,—শুধু চিনেছেন কেন অনুভূতিও পেয়েছেন, আশুবাবু ভজনানন্দী মহাপ্রেমিক, আশুবাবু শক্তি উপাসনায় শক্তিমান্ হয়েছেন এসব পরিচয় তাঁহার পদাবলীতেই পাওয়া যায়। আশুবাবুর পদগুলির রচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় আমাদের মত পাষণ্ড দলন ক'রবার জন্যই বুঝি আবার সাধককবি রামপ্রসাদ সেন অথবা ভক্তকবি মহাত্মা দাশরথী রায়, অথবা ঐরূপ অন্য কোন মহাত্মা নব কলেবর লইয়া প্রকট হয়েছেন। অধিক লিখিতে ভয় হয় পাছে ভক্তের গুণগ্রাম প্রচার ক'রতে গিয়ে অজ্ঞানতা-বশতঃ কিছু অঙ্গহীন করে ফেলি, তজ্জন্য লেখনী সংযত করলেম অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। – ইতি

গুণমুগ্ধ—সেবানন্দ
জেলা মেদিনীপুর, আগর।

পূরবী—আড়াঠেকা

হংস 'পরে রাতুল চরণ, পরম মঙ্গলাস্পদ।
ভাব শ্রীগুরুপাদুকা, দূরে যাবে মায়া মদ॥
ব্রজসম্বোরুহদলে, শোভিত দ্বাদশ অরে,
নিরন্তর শোভা করে, অবলালয় মোক্ষদ॥
অ ক, থ, হ, ল, ক্ষ পুটে,
পুট তড়িৎ মণি পীঠে,
জ্ঞানের হিল্লোল উঠে,
মরি কিবা বিন্দু নাদ॥
প্রাণালয় তদুপরে,
হংস হংসী বিরাজ করে,
যুগল চরণ তদুপরে,
ষড়াম্নায় ফলপ্রদ॥
বিধি বিষ্ণু যে চরণে,
যোগীজনা ভাবে ধ্যানে,
"করুণা" কয় ব্রহ্মজ্ঞানে,
শিরে ধর ও শ্রীপদ॥

আশা করি তত্ত্বান্বেষী সাধক ভক্তগণ ইহা উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

সরকারী কার্য্য হইতে এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছ ; সাধনমার্গে উত্তরোত্তর আনন্দলাভ করিতে থাক ইহাই ভগবৎ সমীপে ও শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বদা প্রার্থনা করি এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতাকারে মহাভাবের আস্বাদন হইতে তোমার নিকট বঞ্চিত হইতে না হয় সেইদিকে একটু দৃষ্টি রাখিও। ইতি—

ভাগ্যবান সতীর্থ
মহানন্দ

সেইরূপ ভক্তহৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং ইহজগতের অকরুণ সত্বার লোপ করাইয়া দেয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্—সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া এই বিশ্বের বৈচিত্র্যে তুমি এক অখণ্ডসত্বার অনুভব করিতেছ। তাই দেখি—কখন গুরুরূপী পরমব্রহ্মে মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ, কখন বা নাছোড়বান্দা আব্‌দেরে ছেলের মত জগদম্বাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুটো কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতেছ, আবার ক্রীড়াচঞ্চল আদরিণী কন্যারূপে জগজ্জননীকে নিকটে ডাকিয়া প্রাণের দুটা মর্ম্মকথা বলিতেছ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত হইতে শ্রীমৎ পরমহংসদেব পর্য্যন্ত তাহাই এখানে করিয়া আসিয়াছেন—মাকে দিয়া বেড়া বাঁধাইয়াছেন ও হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া মার নিকট নালিশ করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালিপ্রাণের ইহাই বিশিষ্টতা যে দূর হইতে ভগবানকে দেখিতে চাহে না, ভাবের ছাঁচে ঢালিয়া, ভক্তির রসানে রাঙাইয়া নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়া দেখিতে চায়।

সাধকশ্রেষ্ঠ স্বধামগত ত্রিবেণীর কুমারানন্দজী মহারাজের রচিত সঙ্গীতটি আমায় দিয়াছিলে। "ভক্তিরত্নমালার" মধ্যমণির ন্যায় সেই গানটি প্রকাশিত হইয়া সাধকভক্তবর্গের গোচরীভূত হউক এই অভিপ্রায়ে এখানে দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। গানটি এই—

পূরবী—আড়াঠেকা

হংস 'পরে রাতুল চরণ, পরম মঙ্গলাস্পদ।
ভাব শ্রীগুরুপাদুকা, দূরে যাবে মায়া মদ ॥
ব্রহ্মসরোরুহদলে, শোভিত দ্বাদশ অরে,
নিরন্তর শোভা করে, অবলালয় মোক্ষদ ॥
অ ক, থ, হ, ল, ক্ষ পুটে,
পুট তড়িৎ মণি পীঠে,
জ্ঞানের হিল্লোল উঠে.
মরি কিবা বিন্দু নাদ ॥
প্রাণালয় তদুপরে,
হংস হংসী বিরাজ করে,
যুগল চরণ তদুপরে,
ষড়াম্নায় ফলপ্রদ ॥
বিধি বিষ্ণু যে চরণে,
যোগীজনা ভাবে ধ্যানে,
"করুণা" কয় ব্রহ্মজ্ঞানে,
শিরে ধর ও শ্রীপদ ॥

আশা করি তত্ত্বান্বেষী সাধক ভক্তগণ ইহা উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

সরকারী কার্য্য হইতে এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছ; সাধনমার্গে উত্তরোত্তর আনন্দলাভ করিতে থাক ইহাই ভগবৎ সমীপে ও শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বদা প্রার্থনা করি এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতাকারে মহাভাবের আস্বাদন হইতে তোমার নিকট বঞ্চিত হইতে না হয় সেইদিকে একটু দৃষ্টি রাখিও। ইতি—

ভাগ্যবান সতীর্থ
মহানন্দ
